

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা সুলতানা মীম

রোলঃ 228021802

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আফরোজা সুলতানা মীম

রোলঃ 228021802

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আফরোজা সুলতানা মীম, আইডিঃ 228021802 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন

কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ব্যক্তি জীবনে সুনতনের গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

আফরোজা সুলতানা মীম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আফরোজা সুলতানা মীম

আইডিঃ 228021802

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা	6
সুন্নত কি	8
কোরআনের আলোকে সুন্নতের গুরুত্ব	10
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাচনভঙ্গি	14
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাচনভঙ্গি :	16
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাহ্যিক সাজসজ্জা	17
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দৈহিক গড়ন:	18
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কেশবিন্যাস :	19
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পোশাক পরিচ্ছদ :	20
ঘরোয়া জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব	21
স্ত্রীদের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ	26
পারিবারিক জীবনে সুন্নত	30
ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব	31
ব্যক্তিগত জীবনে পালনীয় আরও কিছু সুন্নাহ :	39
চরিত্র গঠনে সুন্নত	40
উপসংহার	48

ভূমিকা

মুসলিমদের কাছে একটি সুপরিচিত শব্দ হলো সুন্নত। যে সকল বিষয় কুরআনে বর্ণিত নয় কেবল মাত্র রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত এবং নির্দেশীত সেি সকল বিষয়কে সুন্নত বলা হয়। আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি এবং তার নিয়ামনে পরিপূর্ণ জান্নাত পেতে হলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার রাসুলের ﷺ সুন্নাত অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেছেন -

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে,
তাদের জন্যে রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে
(সূরা আহযাব, আয়াত:২১)

মহান আল্লাহ তায়ালা থেকে চিরস্থায়ী ক্ষমা পেতে চাইলে এবং জান্নাতের অধিবাসী হতে চাইলে সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। কোরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে বহু আলোচনা বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,
إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ
বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে
আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা
করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।
(সূরা আল ইমরান ;আয়াত:৩১)

আল্লাহ তা আলার হুকুম মেনে চলার জন্য রাসুল ﷺ এর সুন্নতের অনুসরণ করা অপরিহার্য। রাসুল ﷺ এর নির্দেশ মতো না চললে তার সুন্নতের অনুসরণ না করলে আল্লাহ তায়ালা আদেশ মান্য করা হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيفًا

যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে (হে মুহাম্মদ), তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি(সূরা নিসা;আয়াত:৮০)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
৩২১৬

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলের অনুসরণের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব;আয়াত:২১)

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জীবনে সফলতা অর্জন করতে চাইলে সুন্নতের বিকল্প কিছু নেই। সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ জীবনকে সহজ এবং সুন্দর করে তুলে। তবে সুন্নতের অনুসরণ করতে হলে প্রথমে আমাদের সুন্নত সম্পর্কে জানতে হবে। সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে সুন্নত ও বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না। সুন্নতকে বিদ'আত ও বিদ'আতকে সুন্নত বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাবে। ফলে ইসলামী শরিয়তের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ার আশংকা থাকে। দ্বীনের মধ্যে বিকৃতি ঘটবে। তাই প্রথমে সুন্নত সম্পর্কে আমাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং আমাদের জীবনে সুন্নতের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

মানুষ ইহকালীন জীবন যেভাবে কাটাবে, পরকালীন জীবনেও তার ফল ভোগ করবে। জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করতে আদর্শ মানুষের অনুসরণের বিকল্প নেই। মুসলমানের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ রাসুলুল্লাহ ﷺ।

ইসলামের পরিভাষায় সুন্নাহ বলা হয় বিশ্বনবী (সা.)-এর কথা, কাজ ও সম্মতিসূচক সব কর্মপদ্ধতিকে। রাসুল (সা.) নিজে যেসব আমল করেছেন বা করতে বলেছেন অথবা কেউ কোনো কাজ করলে সমর্থন করেছেন এমন

কাজকেই সুন্নাহ বলা হয়। নবীজি (সা.) বিদায় হজের ভাষণে মুমিনদের জন্য সর্বশেষ নসিহত হিসেবে ঘোষণা করেন, ‘আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা এই দুটিকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা কেউ পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো আল্লাহ তায়ালার কিতাব ও আমার সুন্নাহ।’ (মুয়াত্তা ইমাম মালেক : ৩৩৩৮)

সুন্নত কি

সুন্নত অর্থ রীতি, পদ্ধতি। ফিকহের পরিভাষায় সুন্নত হলো যা করলে সাওয়াব আছে এবং যা না করলে গুনাহ নেই।

সুন্নাহ (السنة) শব্দটি سن - يسن থেকে ক্রিয়ামূল। যার অর্থ তরীকা বা পন্থা, পদ্ধতি, রীতিনীতি, হুকুম ইত্যাদি।

আভিধানিক অর্থঃ সুন্নত শব্দের অর্থ হলো চলার পথ, নিয়ম পদ্ধতি।

পারিভাষিক সত্তা প্রদানে ইমাম রাগিব ইস্পাহানী (রহ.) বলেন, সুন্নাতুন্নবী বলতে সে পথ ও রীতি-পদ্ধতি বোঝায়, যা নবী করিম ﷺ বাছাই করে নিতেন এবং গ্রহণ করতেন। (বই: রাসূল ﷺ এর ২৪ ঘন্টার আমল)

সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের গুরুত্ব

সূরা আহযাব এর ২১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন~

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে

রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে

আল্লাহ তায়ালাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করতে হলে রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ সম্পর্কে প্রথমে জানতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন কুরআনুল কারিমের জীবন্ত নমুনা। কোন আমল কিভাবে করতে হবে তা সম্পর্কে জানার মাধ্যমই হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ।

সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার কোন বিকল্প নেই। সুন্নত সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান না থাকলে সুন্নত ও বিদ'আতের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয়। এর ফলে সুন্নতকে বিদ'আত এবং বিদ'আতকে সুন্নত বলে চালিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যাবে। এতে করে ইসলামী শরিয়তের মধ্যে বিদ'আতের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে যাতে করে শরীয়তের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। মানুষ সুন্নত মনে করে বিদ'আতকে গ্রহণ করে নিবে।

সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা মানে ইসলাম সম্পর্কেই জ্ঞান না থাকা। সুন্নতকে বাদ দিয়ে কোরআনকে এবং কোরআনকে বাদ দিয়ে সুন্নতে আকড়ে ধরা যায় না। ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে চাইলে সুন্নাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য।

কোরআনের আলোকে সুন্নতের গুরুত্ব

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ

এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না।

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۚ

কোরআন ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়।

(সূরা আন-নাজম;আয়াত:৩-৪)

সুতরাং রাসুলুল্লাহ ﷺ যা বলেন সবই ওহীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তায়ালা তাকে যে কাজ ও কথার আদেশ প্রদান করেন তিনি তাই বলেন। ওহী ব্যতীত নিজের মনগড়া কোন কথা তিনি বলেন না। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন হাসি ঠাট্টা করতেন তখনও তার জবান থেকে মিথ্যা কোন কালাম উচ্চারিত হতো না অনুরূপভাবে তার ক্রোধের সময়ও তার পবিত্র জবান থেকে অবাস্তব কোন কথা বের হতো না। আল্লাহ তা আলাহ ওহী ব্যতীত কোন কিছুই তিনি বাড়িয়ে বলতেন না। তাই মুমিন নারী ও পুরুষরা যেমন আল্লাহর তা আলাহ বানী অমান্য করতে পারে না তেমনই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতেরও অমান্য করতে পারবে না।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট তায় পতিত হয়। (সূরা আহযাব;আয়াত:৩৬)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা শরীয়তে সুন্নতের গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ যে সকল কথা বলেছেন, যে সকল কাজ করেছেন এবং যে সকল কাজে সম্মতি

প্রকাশ করেছে তাকে সুন্নত বলা হয়। সকল মুমিন নারী ও পুরুষদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নতের অনুসরণ করা অপরিহার্য। সুন্নতের অনুসরণ ব্যতীত কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার বিধান অমান্য করলে মানুষ যেমন পথভ্রষ্ট হয়ে যায় ঠিক তেমনই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ না করলেও তার পরিচিতি একই হয়।

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। (সূরা নিসা ; আয়াত:৬৫)

এই আয়াতের শানে নুযুলের ব্যাপারে সাধারণতঃ একজন মুসলিম ও একজন ইয়াহুদীর মাঝে বিবাদের ঘটনা বর্ণনা করা হয়। রসূল (সাঃ)-এর কাছ থেকে ফায়সালা হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও মুসলিম উমার (রাঃ)-এর কাছ থেকে ফায়সালা নেওয়ার জন্য যায়। ফলে উমার (রাঃ) এই মুসলিমের শিরচ্ছেদ করেন। কিন্তু সনদের দিক দিয়ে এ ঘটনা সঠিক নয়। ইমাম ইবনে কাসীরও এ (ঘটনা সঠিক না হওয়ার) কথা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সঠিক কারণ হল, রসূল (সাঃ)-এর ফুফুতো ভাই যুবায়ের (রাঃ) এবং অপর এক ব্যক্তির মধ্যে জমি সেচার নালা ও পানিকে কেন্দ্র করে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। ব্যাপার নবী করীম (সাঃ) পর্যন্ত পৌঁছে। তিনি বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে যে ফায়সালা দিলেন তাতে জিত যুবায়ের (রাঃ)-এরই হল। ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে উঠল যে, রসূল (সাঃ) এই ফায়সালা এই জন্য করলেন যে, যুবায়ের (রাঃ) তাঁর ফুফুতো ভাই হয়। এরই ভিত্তিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। (সহীহ বুখারী, তাফসীর সূরা নিসা) আয়াতের অর্থ হল, রসূল (সাঃ)-এর কোন কথা অথবা কোন ফায়সালা ব্যাপারে বিরোধিতা করা তো দূরের কথা সে ব্যাপারে অন্তরে কোন 'কিন্তু' রাখাও ঈমানের পরিপন্থী। কুরআনের এই আয়াত হাদীস

অস্বীকারকারীদের জন্য তো বটেই এবং সেই সাথে অন্য এমন লোকদের জন্যও চিন্তা ও চেতনার দ্বার উদ্ঘাটন করে, যাঁরা তাঁদের ইমামের উজ্জ্বল মোকাবেলায় সহীহ হাদীসকে মানতে কেবল সংকোচ বোধই করেন না, বরং হয় পরিস্কার ভাষায় তা মানতে অস্বীকার করেন, নতুবা বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন অপব্যাখ্যা করেন, নতুবা বিশ্বস্ত রাবী (বর্ণনাকারী)-কে যয়ীফ বা দুর্বল আখ্যা দিয়ে হাদীস প্রত্যাখ্যান করার নিন্দনীয় প্রচেষ্টা চালান।(তফসীর আহসানুল বায়ান)

পরকালে জান্নাত পেতে হলে শুরু কোরআন আকড়ে ধরলে হবে না। এতে মানুষ বরং পথভ্রষ্টতার দিকেই ধাবিত হবে। পরকালে জান্নাত পেতে হলে কোরআনের সাথে সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতকে সমান ভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। কোরআন ও সুন্নাতের একনিষ্ঠ অনুসারী হতে হবে।

(ক)ইমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ এর হুকুম মান্য করা।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গণীমতের হুকুম। বলে দিন, গণীমতের মাল হল আল্লাহর এবং রসূলের। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য কর, যদি ঈমানদার হয়ে থাক।(সূরা আনফাল;আয়াত:০১)

(খ)রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্য অস্বীকার করা কুফুরীর শামিল।

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না(সূরা আল ইমরান;আয়াত:৩২)

(গ) করণীয় ও বর্জনীয়র ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ একমাত্র হকের মাপকাঠি

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা(সূরা হাশর;আয়াত:০৭)

(ঘ) আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা ও ক্ষমা পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো রাসুলুল্লাহ ﷺ কে ভালোবাসা ও তার অনুসরণ করা।

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু।(সূরা আল ইমরান ;আয়াত:৩১)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাচনভঙ্গি

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْرُدُ سَرْدَكُمْ هَذَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ بَيِّنٍ فَصْلٍ، يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ.

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ তোমাদের মতো দ্রুতগতিতে কথা বলতেন না; বরং তিনি ধীরে সুস্থে পৃথকভাবে স্পষ্ট করে কথা বলতেন। তাঁর নিকট উপবিষ্ট প্রত্যেকেই তা আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হতো। (মুসনাদে আহমদ ইবনু হাম্বল, ২৬২০৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কথা ছিলো পৃথক পৃথক যা সহজে বোধগম্য হয়। সকলে যাতে তা অন্তর থেকে আয়ত্ত্ব করতে পারে। শ্রোতার বুঝতে যেনো কঠিন না হয়ে যায়। কেউ গুনতে চাইলে তার কথা গুনতে পারতো। এজন্য তাঁর কথা মুখস্থ ও আয়ত্ত্ব করা সহজ ছিলো সকলের জন্য। রাসুলুল্লাহ ﷺ এতোই ধীরগতিতে কথা বলতেন যে না চাইলেও কোন কাফির তা শুনে আয়ত্ত্ব করে পেতেন। যদিও বা সে কথাগুলো মনযোগ সহকারে শুনেনি।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَّمَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُعِيدُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لِتُحَقَّقَ عَنْهُ. " ُ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কথা তিনবার বলতেন, যাতে (শ্রোতারা) ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। [১] (মুজামুল ইসমাঈলী, হা/১০৫; মুজামুস সগীর, হা/৯১২১।)

গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো রাসুলুল্লাহ ﷺ তিনবার করে বলতেন যাতে উপস্থিত সকলের অন্তরে তা গেঁথে যায় এবং কথার গুরুত্ব সকলে বুঝতে পারে।

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجَ خَدِيجَةَ يُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي هَالَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : سَأَلْتُ خَالَي هُنْدُ بْنُ أَبِي هَالَةَ ، وَكَانَ وَصَافًا ، فَقُلْتُ : صِفْ لِي مَنْطِقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاصِلَ الْأَخْزَانِ ، دَائِمَ الْفِكْرَةِ ، لَيْسَتْ لَهُ رَاحَةٌ ، طَوِيلُ السَّكْتِ ، لَا يَتَكَلَّمُ فِي غَيْرِ حَاجَةٍ ، يَفْتَتِحُ الْكَلَامَ ، وَيَخْتِمُهُ بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ ، كَلَامُهُ فَصْلٌ ، لَا فُضُولَ ، وَلَا تَقْصِيرَ ، لَيْسَ بِالْجَافِي ، وَلَا الْمُهِينِ ، يُعْظِمُ النِّعْمَةَ وَإِنْ دَقَّتْ لَا يَذُمُّ مِنْهَا شَيْئًا ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذُمُّ ذَوَاقًا وَلَا يَمْدَحُهُ ، وَلَا تُغْضِبُهُ الدُّنْيَا ، وَلَا مَا كَانَ لَهَا ، فَإِذَا تُعْذِي الْحَقُّ ، لَمْ يَقُمْ لِعُضْبِهِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَنْتَصِرَ لَهُ ، وَلَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ ، وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا ، إِذَا أَسَارَ بِكَفِّهِ كُلُّهَا ، وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلْبُهَا ، وَإِذَا تَحَدَّثَ اتَّصَلَ بِهَا ، وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى ، وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ ، وَإِذَا فَرَحَ غَضَّ طَرْفَهُ ، جُلَّ ضَحِكِهِ النَّبَسُ ، يَفْتَرُّ عَنْ مِثْلِ

হাসান ইবনে আলী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, আমি (আমার) মামা হিন্দ ইবনে আবু হালা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অবয়ব ও আখলাক সম্পর্কে সুন্দররূপে বর্ণনা করতেন। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাচনভঙ্গি সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা আখিরাতে উম্মতের মুক্তির চিন্তায় বিভোর থাকতেন। এ কারণে তাঁর কোন স্বস্তি ছিল না। তিনি অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। তিনি স্পষ্টভাবে কথা বলতেন। তিনি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যালাপ করতেন। তাঁর কথা ছিল একটি থেকে অপরটি পৃথক। তাঁর কথাবার্তা অধিক বিস্তারিত ছিল না কিংবা অতি সংক্ষিপ্তও ছিল না। অর্থাৎ তাঁর কথার মর্মার্থ অনুধাবনে কোন প্রকার অসুবিধা হতো না। তাঁর কথায় কঠোরতার ছাপ ছিল না, থাকত না তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব। আল্লাহর নিয়ামত যত সামান্যই হতো তাকে তিনি অনেক বড় মনে করতেন। এতে তিনি কোন দোষত্রুটি খুঁজতেন না। তিনি অপরিহার্য খাদ্য সামগ্রীর ত্রুটি খতিয়ে দেখতেন না এবং উচ্ছসিত প্রশংসাও করতেন না। পার্থিব কোন বিষয় বা কাজের উপর ক্রোধ প্রকাশ করতেন না এবং তাঁর জন্য আক্ষেপও করতেন না। অবশ্য যখন কেউ দীনি কোন বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করত তখন তাঁর রাগের সীমা থাকত না। এমনকি তখন কেউ তাঁকে বশে রাখতে পারত না। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত কারণে ক্রোধান্বিত হতেন না এবং এজন্য কারো সাহায্য গ্রহণ করতেন না। কোন

বিষয়ের প্রতি ইশারা করলে সম্পূর্ণ হাত দ্বারা ইশারা করতেন। তিনি কোন বিষয় প্রকাশ করলে হাত উল্টাতেন। যখন কথাবার্তা বলতেন তখন ডান হাতের তালুতে বাম হাতের আঙ্গুলের আভ্যন্তরীণ ভাগ দ্বারা আঘাত করতেন। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাঁর দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং অমনোযোগী হতেন। যখন তিনি আনন্দ-উৎফুল্ল হতেন তখন তাঁর চোখের কিনারা নিম্নমুখী করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি মুচকি হাসতেন। তখন তাঁর দাঁতগুলো বরফের ন্যায় উজ্জ্বল সাদারূপে শোভা পেত।[১]

[১] শু'আবুল ঈমান, হা/১৩৬২।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাচনভঙ্গি :

- রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন কথা বলতেন স্পষ্ট করে বলতেন।
- ধীরগতি অবলম্বন করতেন।
- তার(ﷺ) কথা অতিরিক্ত দীর্ঘ হতো না।
- কথা অতি সংক্ষিপ্ত ও হতো না।
- তার কথা ছিলো একটি থেকে অপরটি পৃথক।
- কথায় কখনো তুচ্ছতাচ্ছিল্য ছিলো না।
- কাউকে ছোট করে কখনো কথা বলতেন না।
- কারো দোষ সকলের সামনে আলোচনা করতেন না।
- ব্যক্তিগত কোন বিষয়ে কারো সাথে রেগে কথা বলতেন না।
- অত্যন্ত সুমিষ্টভাষী ছিলেন।
- সবার সাথে এমন ভাবে কথা বলতেন যেনো সবাই তার অতি আপনজন।
- কারো সাথে কথা বললে পূর্ণ মনযোগের সাথে কথা বলতেন।
- কথা বলার সময় ইশারা করলে পরিপূর্ণ ইশারা করতেন।
- তিনি ﷺ সবসময় অর্থপূর্ণ কথা বলতেন।
- ঠাট্টা করার সময়ও কখনো মিথ্যা বলতেন না।
- গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার বলতেন।

- সর্বদা হাসিমুখে কথা বলতেন।
- দুনিয়াবি কোন বিষয়ে রেগে যেতেন না।
- শরীয়তের কেন বিষয় অমান্য হলে রেগে যেতেন।
- তিনি খুব কমই কথা বলতেন।
- ক্রোধের সময়ও তার জবান থেকে কষ্টদায়ক কোন শব্দ বেরোতো না।
- অপ্রয়োজনীয় কোন কথা বলতেন না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাহ্যিক সাজসজ্জা

আল্লাহ তায়ালা নিজে পবিত্র এবং তিনি পবিত্রতা পছন্দ করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সর্বদা পরিষ্কার -পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উম্মত হিসেবে আমাদের সকলেরই ব্যক্তিগত জীবনে তার সকল সুন্নাহ গুলো মেনে চলতে হবে। বাহ্যিক ভাবে নিজেকে পবিত্র রাখতে হবে এবং নিজেদের ঘড়ি বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে পবিত্র রাখতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দৈহিক গড়ন:

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ سَوْرَةَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ، وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ، وَلَا بِالْأَدَمِ، وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ، وَلَا بِالْسَّبْطِ، بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلَحْيَتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيَضَاءً»

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) খুব দীর্ঘ ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদা কিংবা বাদামী বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর চুল একেবারে কোঁকড়ানো ছিল না, আবার একদম সোজাও ছিল না। ৪০ বছর বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাকে নবুওয়াত দান করেন। এরপর মক্কায় ১০ বছর এবং মদিনায় ১০ বছর কাটান। আল্লাহ তা'আলা ৬০ বছর বয়সে তাকে ওফাত দান করেন। ওফাতকালে তাঁর মাথা ও দাড়ির ২০টি চুলও সাদা ছিল না। (সহীহ বুখারী, হা/৫৯০০; সহীহ মুসলিম, হা/৬২৩৫; মুয়াত্তা মালেক, হা/১৬৩৯ ইবনে মাজাহ, হা/১৩৫৪৩, মুসনাদুল বাযযার, হা/৬১৮৯; শারহুস সুন্নাহ, হা/৩৭৩৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬৩৮৭।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মধ্যে উত্তম গুণাবলীর সর্বাধিক সমাবেশ ঘটেছিলো। তার দৈহিক সৌন্দর্য ও ছিলো অতুলনীয়। তিনি বেমানান লম্বা ছিলেন না আবার অতি খাটোও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাঝামাঝি গড়নের থেকে একটু লম্বা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কেশবিন্যাস :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَنَادَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَنْسٍ : كَيْفَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : " لَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ ، وَلَا بِالسَّبْطِ ، كَانَ يَبْلُغُ شَعْرُهُ شَحْمَةً أُذُنَيْهِ " ۝

কাতাদা (রহঃ) হতে বর্ণিতঃ

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর কেশ কেমন ছিল সে সম্পর্কে আমি আনাস (রাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন, তিনি অত্যাধিক কোকড়ানো কিংবা একেবারে সোজা কেশবিশিষ্ট ছিলেন না। তার কেশ উভয় কানের লতি পর্যন্ত শোভা পেত। (নাসাই, হা/৫২৩৪)

যেমন ছিলেন তার চুল:

■ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চুল একদম কোঁকড়া ও ছিলো না আবার একেবারে সোজাও ছিলো না।

- তার(ﷺ)কেশ কানের লতি পর্যন্ত ছিলো।
- তিনি(ﷺ)চুলে তেল ব্যবহার করতেন।
- তিনি(ﷺ) চুল পরিপাটি করে আচড়ে রাখতেন।
- তার (ﷺ)মাথা ও দাড়িতে ২০ টির মতো চুল পাকা ছিলো।
- বার্বক্যেও তার(ﷺ)চুল সাদা ছিলো না।
- তিনি (ﷺ)চুলে সিথী করতেন।
- তিনি (ﷺ)পাকা চুলে মেহেদী দ্বারা খিজাব করেছিলেন

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পোশাক পরিচ্ছদ :

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَهُوَ يَتَكَيُّ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَطْرِيٌّ " ، فَدُ تَوَشَّحَ بِهِ ، فَصَلَّى بِهِمْ . ٥

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ

একদা নবী (সঃ) উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর কাধে ভর করে বাইরে বের হলেন। এ সময় তার দেহে পরা ছিল একটি ইয়ামেনী নকশী কাপড়। তারপর তিনি লোকদের নামাযের ইমামতি করেন।(মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩৭৮৭) / (শামায়েলে তিরমিযি: ৪৬)

■ রাসুলুল্লাহ ﷺ সুরমা ব্যবহার করতেন। এবং তিনি(ﷺ) সবাইকে ইসমিদ সুরমা ব্যবহার করতে বলেছেন কারণ এটি চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃষ্টি করে এবং পাপড়ি বড় করে।

■ তিনি ﷺ আতর ব্যবহার করতেন।

ঘরোয়া জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জিম্মেদারী এতটা ব্যাপক ছিলো যে বর্তমানের সাথে তুলনা করলে বোঝা যায় বাইরের সব দায়িত্ব পালন করে,সবার হক আদায় করে, সবকিছু সামলে ঘরের মানুষদের সময় দেওয়া আত্মীয় স্বজনদের খোজ খবর নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।সেখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ এতো এতো জিম্মাদারি সামলে নিয়মিত আত্মীয় স্বজন,স্ত্রী -সন্তান, বন্ধুদের এমনকি সাহাবীদেরও খুজ খবর নিতেন নিয়মিত। কোন সাহাবী মসজিদে উপস্থিত না হলে তার বিষয়ে খোজ নিতেন।কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যেতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ সকলের এতো খোজ নিতেন, সকলের হক এমনভাবে আদায় করতেন যেনো সকলে তার খুবই আপনজন।রাসুলুল্লাহ ﷺ কে সর্বদা তাদের প্রতি মনযোগী এবং সর্বদা তাদের হকের ব্যাপারে সচেতন পেতেন।

এ সুন্নত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে এ সুন্নত গুলো সঠিকভাবে অনুসরণ না করলে ব্যক্তিগত জীবনে সঠিকভাবে কারো হক আদায় হবে না।আমরা আমাদের দুনিয়াবি কাজে এতো ব্যস্ত থাকি যে স্ত্রী -সন্তান, আত্মীয়দের হকের সম্পর্কে বেমালুম ভুলে যাই। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নতের গুরুত্ব বুঝলে তখন আমরা নিজেদের ব্যস্ততার মধ্যেও আত্মীয় স্বজন,স্ত্রী -সন্তানদের হক আদায়ে সচেষ্টি হবো। এজন্য ব্যক্তিগত জীবনে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত অন্তত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ যেমন ছিলেন-

- স্বামী হিসেবে তিনি ছিলেন দায়িত্ববান, মমতাময় স্বামী
- পিতা হিসেবে তিনি ছিলেন একজন আদর্শবান পিতা
- খাদেমের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নরম दिलের ধৈর্য্যশীল মনিব

ঘরের সময় বন্টন

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জদবনে আলম,ইবাদাতের সময় সুন্দর ভাবে বন্টন করা ছিলো।তিনি ঘরে অবস্থানের সময়কে তিনভাগে ভাগ করতেন।একভাগ রাখতেন আল্লাহ তায়ালার ইবাদাতের জন্য।

দ্বিতীয় ভাগ রাখতেন পরিবারের হক আদায় এবং তাদের সাথে খোশগল্পের জন্য।তৃতীয় ভাগ রাখতেন নিজের বিশ্রামের জন্য।যদিও নিজের বিশ্রামের

সময়টাতে পূর্ণ সময় বিশ্রাম নিতেন না। এ সময় সাধারণ কেউ তার সাথে দেখা করতে আসলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে সময় দিতেন তার কথা শুনতেন। যদিও বা সাধারণ কেউ এ সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আসতে পারতেন না। তবে দ্বীনি যে কোন বিষয় জিজ্ঞেস করতে বিশেষ কেউ আসতেন মাঝে মাঝে। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার কথা শুনতেন এবং তার সমাধানও দিতেন।

ঘরে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ইবাদাত

রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘরে সবার সাথে বার্তা দ্রুত শেষ করে ইবাদাতের প্রস্তুতি নিতেন। ইবাদাতের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ সব সময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতেন। বেশি বাড়াবাড়িও করতেন না আবার বেশি সংক্ষিপ্ত ও করতেন না। রাসুলুল্লাহ ﷺ নফল সালাত ঘরে আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের সাথে বিতেরের সালাত আদায় করতেন ঘরেই। যারা ইবাদাত নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর থেকে বেশি ইবাদাত করতে চায় হাদিসে তাদের সম্পর্কে ধমকি দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ।

باب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَأَقَّتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَةً وَاسْتِغَالَ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْمُؤْنِ بِالصَّوْمِ
وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا بِهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ
نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ
فِي السَّيْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَكُلُ اللَّحْمَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى
فِرَاشٍ . فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَتَيْنِي عَلَيْهِ . فَقَالَ " مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لِكِنِّي أَصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ
وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. "

আবু বকর ইবনু নাফি আল-আবদী (রহঃ) ... আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপয় সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনীদের নিকট তাঁর গোপন ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বললেন, আমি কখনও বিয়ে করব না, কেউ বললেন, আমি কখনও গোশত খাব না, কেউ বললেন, আমি কখনও বিছানায় ঘুমাব না। তা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা ও গুনগান করলেন এবং বললেনঃ “লোকদের কি হল যে, তারা এরূপ এরূপ বলছে? অথচ আমি তো সালাতও আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই, সাওম

(রোযা/রোজা/সিয়াম/ছিয়াম) পালন করি এবং ইফতারও করি এবং বিয়েও করেছি। অতএব যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার কেউ নয়।”(সহিহ মুসলিম ;৩২৭৩)

আরও একটু হাদিসে ঘরে ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বনে আরও স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়-

باب التَّزْغِيبِ فِي النِّكَاحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ أَنَّهُ “سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٌ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَتْهُمْ تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ” مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ” لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন জনের একটি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর 'ইবাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীদের বাড়িতে আসল। যখন তাঁদেরকে এ সম্পর্কে জানানো হলো, তখন তারা 'ইবাদাতের পরিমাণ কম মনে করল এবং বলল, নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আমাদের তুলনা হতে পারে না। কারণ, তাঁর আগের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা ক'রে দেয়া হয়েছে। এমন সময় তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি সারা জীবন রাতভর সালাত আদায় করতে থাকব। অপর একজন বলল, আমি সব সময় সওম পালন করব এবং কক্ষনো বাদ দিব না।

অপরজন বলল, আমি নারী সংসর্গ ত্যাগ করব, কখনও বিয়ে করব না। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এলেন এবং বললেন, "তোমরা কি ঐ সব লোক যারা এমন এমন কথাবার্তা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশি ভয় করি এবং তোমাদের চেয়ে তাঁর প্রতি বেশিঅনুগত; অথচ আমি সওম পালন করি, আবার তা থেকে বিরতও থাকি। সালাত আদায় করি এবং নিদ্রা যাই ও মেয়েদেরকে বিয়েও করি। [1]

সুতরাং যারা আমার সুন্নাহের প্রতি বিরাগ পোষণ করবে, তারা আমার দলভুক্ত

নয়।[2] [মুসলিম ১৬/১, হাঃ ১৪০১, আহমাদ ১৩৫৩৪] (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৯০, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৯৩)

সুতরাং ফরজের ক্ষেত্রে যেমন কম বেশি করা যাবে না তেমনি সুন্নতের ক্ষেত্রেও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশনা অনুযায়ীই আমল করতে হবে। কেননা সুন্নতের মধ্যে অতিরিক্ত যোগ করাকে বলে বিদ'আত। বিদ'আত একটি জঘন্য অপরাধ। বিদ'আত মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। তাই ইবাদাতের ক্ষেত্রে এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নতকে গুরুত্ব সহকারে পালন করতে হবে। সুন্নত অনুযায়ীই জীবন পরিচালিত করতে হবে।

ঘরের কাজে অংশগ্রহণ

ঘরের কাজে স্বামী তার স্ত্রীকে সাহায্য করলে আমরা তার দিকে বাকা চোখে তাকাই। এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার ফল। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বদা উম্মুল মুমিনিনদের সাথে ঘরের কাজে অংশগ্রহণ করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের জুতা সেলাই করতেন, জামা সেলাই করতেন, দুধ দোহন করতেন। যতক্ষণ ঘরে থাকতেন ততক্ষণ চেষ্টা করতেন উম্মুল মুমিনিনদের কাজে সহযোগিতা করতে।

حَدَّثَنَا هَنَّاذٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَيْ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةٍ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ فَصَلَّى . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ۝

আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়িশাহ্ (রাঃ) কে প্রশ্ন করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে থাকাবস্থায় কি করতেন? তিনি বললেন, তিনি সংসারের বিভিন্ন কাজে সাহায্য করতেন, তারপর নামাযের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি উঠে গিয়ে নামায আদায় করতেন। সহীহঃ মুখতাসার শামায়িল (২৯৩)/সুনানুত তিরমিজি ;২৪৮৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ পরিবারের সদস্য এবং খাদেমদের সাথে নরম আচরণ করতেন। আনাস রাদিআল্লাহু আনহু ১০ বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর খেদমতে

ছিলেন। এই ১০ বছরে রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো উহ শব্দটিও করেননি। কখনো বলেননি এটা কেনো করলে, ওটা কেনো করলে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বদা খেয়াল রাখতেন কারো কথায় কেউ কষ্ট পান কিনা।

আমরা বাইরে মানুষের সাথে নরম ভাষায় কথা বললেও ঘরে নিজেদের মেজাজ হারিয়ে ফেলি। তখন নিজেদের জবান দ্বারা ঘরের লোকদের কষ্ট দিয়ে ফেলি। তাদের হক নষ্ট করি। কাজের ব্যস্ততায় এক ছাদের নিচে থেকেও দিনের পর দিন পরিবারের সদস্যদের ঠিক ভাবে খোজ খবর নেয়া হয় না। মনযোগ সহকারে কারো কথা শোনা হয়ে উঠে না। পরিবারের সদস্যদের, আত্মীয় স্বজনদের হক সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ি। রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তার সুন্নত সম্পর্কে জানলে আমরা জানতে পারবো কিভাবে সবার হক আদায় করতে হয়। কিভাবে স্ত্রীকে ঘরের কাজে সহযোগিতা করতে হয়। খাদেম খাদেমাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হয়। তাই ঘরোয়া জীবনে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত গুলো সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে হলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাসুল ﷺ এর সুন্নতের অনুসরণ করতে হবে।

স্ত্রীদের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আচরণ

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সমস্ত কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তার আশে পাশে সর্বদা দুটি জামাত থাকতো। যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর গোটা জীবনকে তার সকল সুন্নতকে সুন্দরভাবে মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন যাতে সকল মানুষ তা থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে। একটি হলো সাহাবায়ে কেরামের মোবারক জামাত আর অন্যটি হলো উম্মাহাতুল মু'মিনিনদের জামাত। উম্মুল মুমিনিনগন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সকল কাজ কর্ম, তাদে নির্জনতার সময় সকলের সামনে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন যাতে করে গোটা মানবজাতি এ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং তাদের জীবনকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী সাজাতে পারে।

স্ত্রীদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বদা সমতা করতেন। এক স্ত্রীর উপর অন্য স্ত্রীকে প্রাধান্য দিতেন না।

مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ ۖ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ
أَبِي قَلَابَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ بَيْنَ
نِسَائِهِ ثُمَّ يَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ أَرْسَلَهُ حَمَادُ بْنُ
زَيْدٍ
اخبرني محمد بن اسمعيل بن ابراهيم قال حدثنا يزيد قال انبانا حماد بن سلمة عن ايوب عن
ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين
نساياه ثم يعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك ارسله حماد بن
زيد

মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল ইবন ইবরাহীম (রহঃ) ... আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল স্ত্রীদের মাঝে
সমভাবে বণ্টন করতেন। এরপরে বলতেনঃ হে আল্লাহ! এটা আমার কাজ
যতটুকু আমি পারি, যা তুমি পার আমি পারি না, সে বিষয়ে আমাকে পাকড়াও
করো না।

হান্নাদ ইবন যায়দ হাদীসটি মুরসাল হিসেবেও বর্ণনা করেন

(তাহক্বীকঃ যয়ীফ। ইবন মাজাহ ১৯৭১, যয়ীফ আবু দাউদ ৩৭০, আত-তালীকুর রাগীব ৯/৭৯।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা'র উরুতে হেলান দিয়ে কোরআন তিলাওয়াত করতেন। তার হয়েজের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সাথে স্বাভাবিক ভাবে উঠা বসা করতেন।

সফরে যাওয়ার সময় স্ত্রীদের মাঝে লটারি করতেন যার নাম উঠতো সফরে তাকে সাথে নিতেন। যাতে কারো মন খারাপ না হয়।

মাগরিবের সালাতের পর পালাক্রমে সকল স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতেন সকলের খোজ খবর নিতেন।

এগুলো তার স্ত্রীদের সাথে আচরণের সামান্য নমুনা মাত্র। রাসুলুল্লাহ ﷺ সর্বদা তার সকল স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতেন।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فُلَيْتٍ عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ نَجَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ مِثْلَ صَفِيَّةَ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ فَقَالَ إِنَاءٌ كَانَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ

মুহাম্মদ ইবন মুসান্না (রহঃ) ... আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সফিয়্যার মত ভাল খানা তৈরি করতে পারে এরকম কাউকে দেখি নি। তিনি রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এক থালা খাবার হাদিয়া পাঠালেন। তখন আমি নিজেকে আর আয়ত্বে রাখতে পারিনি; এমনকি থালাটি ভেঙ্গে দিলাম। এরপর আমি রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে তার কাফফারার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, থালার পরিবর্তে থালা, খানার পরিবর্তে খানা।

(তাহক্বীকঃ যয়ীফ। যয়ীফ আবু দাউদ ৭৬২, ৩৫৬৮।)

রাসুলুল্লাহ ﷺ এই ঘটনায় আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা'র প্রতি রেগে যান নি আবার সফিয়্যা রাদিআল্লাহু আনহা' যেমন বিষয়টি অবগত হওয়ার পর মনে কষ্ট না পান সে জন্য আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা'কে তার বাটির মতো দেখতে অন্য

একটি বাটি তাকে দিয়ে দিতে বললেন। যাতে সাফিয়া রাদিআল্লাহু আনহা মনে করেন রাসুলুল্লাহ ﷺ তার খাবারটি খেয়েছেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ জ্বীদের মধ্যকার সমস্যা গুলো ঠান্ডা মথায় এভাবে সমাধান করে দিতেন।

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَقْسَمِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيَّ بَعْضُ نِسَائِهِ فَتَجَسَّسْتُهِ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ فَقُلْتُ يَا أَبَتِي وَأُمِّي إِنَّكَ لَفِي شَأْنٍ وَإِنِّي لَفِي شَأْنٍ آخَرَ

ইবরাহীম ইবন আল-হাসান আল-মিকসামী (রহঃ) ... আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বিছানায় পেলাম না। মনে করলাম, তিনি তাঁর অন্য কোন জ্বীর কাছে গমন করেছেন। অতঃপর আমি তালাশ করে পেলাম যে, তিনি রুকু ও সিজদায় রত আছেন এবং বলছেনঃ হে আল্লাহ! তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। এতে আমি বললাম, আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আপনি এক অবস্থায় আছেন আর আমি অন্য এক অবস্থায় আছি। (সুনান আন-নাসায়ী, ৩৯৬৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ একজনের পালার সময় অন্যজনের কাছে কখনো গমন করতেন না। তবে আত্মভিমান থেকে কখনো কখনো এমন ধারণা করে বসতেন। তবে নিজেদের সম্মতিক্রমে রাসুলুল্লাহ ﷺ কে রাজি খুশি করার জন্য উম্মুল মুমিনিনগণ নিজেদের পালার দিনটি আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহাকে দিয়ে দিতেন।

একবার সাফিয়া মা আয়েশা আমাকে বললেন, যদি তুমি রাসূলকে আমার উপর রাজি করে দাও, তাহলে আমি আমার পালা তোমাকে দিয়ে দিব। তিনি বললেন, ভালো কথা। সে মতে সাফিয়া রাদিআল্লাহু আনহা দিন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে উপস্থিত হলেন। রাসূল রাসূল বললেন, হে আয়েশা তুমি কেমন করে এলে? ফিরে যাও আজ সাফিয়ার পালা। তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহর কৃপা আল্লাহ যাকে ইচ্ছে দান করেন। তিনি পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন। এতে রাসূল সাফিয়ার প্রতি খুশি হয়ে গেলেন।

أَعْلَى رُؤُوسِهَا حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ۝

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে ঈমানে পরিপূর্ণ মুসলিম হচ্ছে সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। যেসব লোক নিজেদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম তারাই তোমাদের মধ্যে অতি উত্তম।(সুনানুত তিরমিজি ;১১৬২)

স্ত্রীদের সাথে যেমন ছিলেন তিনি(ﷺ)-

- ঘরে প্রবেশ করে আগে সালাম দিতেন।
- আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা যেখান থেকে গোশত খেতেন রাসূল ﷺ ও সেখান থেকে গোশত খেতেন।
- যে গ্লাসে আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা পানি পান করতেন সেই গ্লাস থেকে রাসূল ﷺ পানি পান করতেন।
- দৌড়প্রতিযোগীতা করতেন।
- এক বালতি থেকে পানি নিয়ে গোসল করতেন।
- তিনি(ﷺ) কোন স্ত্রীর সাথে রুঢ় আচরণ করতেন না।
- স্ত্রীদের ঘরের কাজে সাহায্য করতেন।
- স্ত্রীদের সফরে সাথে নিয়ে যেতেন।
- উটের পিঠে উঠতে সহযোগীতা করতেন।
- মসজিদ থেকে ঘরে পৌছে দিতেন।
- সর্বদা স্ত্রীদের কোজ খবর নিতেন।
- একজনের উপর অন্যস্ত্রীকে প্রাধান্য দিতেন না।

পারিবারিক জীবনে সুন্নত

রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ। জীবনের সকল সমস্যার সমাধান রাসুল ﷺ এর সুন্নতে বিদ্যমান রয়েছে। ঘরের বাইরে তিনি(ﷺ) ছিলেন যেমন সকলের আদর্শ ইমাম এবং একজন দয়াবান ও নরম दिलের মানুষ। যুদ্ধের ময়দানে ছিলেন একজন সাহসী নেতা। তেমনি পারিবারিক জীবনেও তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্বামী এবং একজন ভালো, মমতায় পিতা।

বাইরে যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ সবার হক পরিপূর্ণ ভাবে আদায় করতেন তেমনি পরিবারের সকল সদস্যদের হক তিনি সুন্দরভাবে আদায় করতেন। নিয়মিত তাদের খোজ খবর নিতেন।

আদর্শ পরিবার গঠন করতে হলে তা গঠন করতে হবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত অনুসারে।

আমাদের বেশিরভাগ লোককেই দেখা যাই পরিবারের বাইরের জিম্মাদারী মিটাতে মিটাতে ক্লাসন্ত হয়ে পড়ি। পরিবারের মানুষদের সাথে তখন সময় কাটানো হয় না তাদের হকও যথাযথ ভাবে পালন করা হয় না। বাইরের কাজের চাপ বেশি থাকলে ঘরে এসে শুধু বিশ্রাম নিতে থাকি। মেজাজ খিটখিটে থাকে কাজের চাপে। এতো ব্যস্ততার মধ্যে পরিবারের হকের কথা বেমালুম ভুলেই যাই। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবিজি এমনটি করতেন না কখনো। তিনি ঘরের বাইরে যেমন গুরুত্ব সহকারে সকল জিম্মাদারী মিটিতেন সাহাবীদের খোঁজখবর নিতেন তেমনি ঘরে ফিরে আসলো তিনি সকল স্ত্রীদের খোজ খবর নিতেন। ঘরে প্রবেশ করেই নিতে আগে সালাম দিতেন। ঘরের কাজে স্ত্রীদের সহযোগীতা করতেন। সন্তান, আত্মীয় সকলের খোঁজখবর নিতেন নিয়মিত। পরিবারের হকও তিনি যথাযথ ভাবে আদায় করতেন। পরিবারের হকের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পালনীয় সুন্নাহ গুলো না জানা থাকার কারণে অনেকাংশ মানুষই পরিবারের হক যথাযথভাবে আদায় করে না।

ব্যক্তি জীবনে সুন্নতের গুরুত্ব

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নতের মধ্যে আছে মুমিনের জন্য পথনির্দেশনা। একজন মুমিন কিভাবে সকালের ঘুম থেকে উঠার পর থেকে শুরু করে রাতে ঘুমাতে যাবে তার সবই আছে রাসুলের সুন্নাতে মধ্যে। একজন মুমিন কিভাবে ইবাদাত করবে, কিভাবে খাবার খাবে, কিভাবে অপবিত্রতা থেকে নিজেকে পবিত্র করবে, প্রতিবেশির সাথে কেমন আচরণ করবে, কেমন হবে একজন মুমিনের মুয়ামলাত-মুয়াশারাত, কিভাবে রাস্তায় চলাফেরা করবে, কিভাবে কাপড় পরিধান করবে এর সবই আছে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নতের মধ্যে। এমনকি ইস্তিনজার বিষয়েও আমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন থেকে তার সুন্নত থেকে জানতে পারি।

কোনো কাজ করা হলো, তাতে সুন্নাতের বিরোধী হলো; অথচ কিছুই মনে করলাম না, মানে সুন্নাহর গুরুত্ব নাই। এর পরিণাম কি ভয়াবহ! আল্লাহ তা আলা এরশাদ করেছেন -

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

মুমিনদের বক্তব্য কেবল এ কথাই যখন তাদের মধ্যে ফয়সালা করার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলেঃ আমরা শুনলাম ও আদেশ মান্য করলাম। তারাই সফলকাম। (সূরা নূর; ৫১)

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি থেকে বেঁচে থাকে তারাই কৃতকার্য। (সূরা নূর; ৫২)

ব্যক্তিজীবনে সুন্নতের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রকৃত মুমিন বান্দা হতে হলে আমাদের ব্যক্তিজীবনে সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে। সুন্নতের পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে চাইলে প্রথমে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাত গুলো জানতে হবে এরপর তা পরিপূর্ণ ভাবে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। দৈনন্দিন জীবনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতগুলো হলো-

ঘুমের সময় পালনীয় সুন্নত সমূহ:

১। দরজা জানালা বন্ধ করা ও বাতি নেভানো-

تِ عِنْدَ النَّوْمِ
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " خَمَرُوا الْأَنْيَّةَ وَأَجِفُّوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ، فَإِنَّ
الْفُؤَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ ". ۝

জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের পানাহারের পাত্রগুলো ঢেকে রাখবে। আর ঘুমাবার সময় (ঘরের) দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং বাতিগুলো নিভিয়ে ফেলবে। কারণ প্রায়ই দুষ্ট ইঁদুরগুলো জ্বালানো বাতির ফিতাগুলো টেনে নিয়ে যায় এবং ঘরের লোকজনকে পুড়িয়ে মারে। (সহিহুল বুখারী; ৬২৯৫)

২। বিছানা ভালোভাবে ঝেড়ে নেওয়া:

باب
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ
فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلْفَهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ،
إِنْ أُمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ ". تَابِعَهُ أَبُو
ضَمْرَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ. وَقَالَ يَحْيَى وَبَشِّرٌ عَنْ عُبيدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ عَجَلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি শয্যা গ্রহণ করতে যায়, তখন সে যেন তার লুঙ্গির ভেতর দিক দিয়ে নিজ বিছানাটা ঝেড়ে নেয়। কারণ, সে জানে না যে, বিছানার উপর তার অনুপস্থিতিতে পীড়াদায়ক কোন কিছু আছে কিনা। তারপর পড়বেঃ হে আমার রবব! আপনারই নামে আমার শরীরটা বিছানায় রাখলাম এবং আপনারই নামে আবার উঠবো। যদি আপনি ইতোমধ্যে আমার জান কবয করে নেন তা হলে, তার উপর রহম করবেন। আর যদি তা আমাকে ফিরিয়ে দেন,

তবে তাকে এমনভাবে হিফায়ত করবেন, যেভাবে আপনি আপনার নেক বান্দাদের হিফায়ত করে থাকেন। (সহিহুল বুখারি; ৬৩২০)

৩। অজু করে পবিত্র হয়ে ঘুমানো। ডান কাত হয়ে শোয়া:

بَابُ إِذَا بَاتَ طَاهِرًا وَفَضْلُهُ
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ قَالَ
لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى
شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً
إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مِتُّ مِتُّ
عَلَى الْفِطْرَةِ فَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَقُلْتُ أَسْتَذْكِرُكُمْ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ لَا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي
أَرْسَلْتَ.

বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ যখন তুমি শোয়ার বিছানায় যেতে চাও, তখন তুমি সালাতের অযূর মত অযূ করবে। এরপর ডান পাশের উপর কাত হয়ে শুয়ে পড়বে। আর এ দু'আ পড়বে, হে আল্লাহ! আমি আমার চেহারাকে (অর্থাৎ যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে) তোমার হস্তে সমর্পণ করলাম। আর আমার সকল বিষয় তোমারই নিকট সমর্পণ করলাম এবং আমার পৃষ্ঠদেশ তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করলাম। আমি তোমার গযবের ভয়ে ভীত ও তোমার রহমতের আশায় আশান্বিত। তোমার নিকট ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই এবং নেই মুক্তি পাওয়ার স্থান। তুমি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছ, আমি তার উপর ঈমান এনেছি এবং তুমি যে নবী পাঠিয়েছ আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি। যদি তুমি এ রাতেই মরে যাও, তোমার সে মৃত্যু স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরই গণ্য হবে। অতএব তোমার এ দু'আগুলো যেন তোমার এ রাতের সর্বশেষ কথা হয়। রাবী বারাআ বলেন, আমি বললামঃ আমি এ কথা মনে রাখবো। তবে َرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ সহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না ওভাবে নয়, তুমি বলবে َوَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ। (সহিহুল বুখারি; ৬৩১১)

৪। উপুউ হয়ে না শোয়া:

আবু যার গিফারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার পাশ দিয়ে গেলেন, তখন আমি উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁর পা দ্বারা মৃদু আঘাত করে বললেন, 'হে জুনাইদিব! এটা তো জাহান্নামীর শয়ন'। (সুনানু ইবনি মাজাহ: ৩৭২৪)

৫। আয়াতুল করসী পড়া :

بَابُ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَنَزَلَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَارَهُ الْمُؤَكَّلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ أَفْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازٍ ۚ
وَقَالَ عُمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلِيحْنُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ قَالَ فَخَلَيْتُ عَنْهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَجَمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّهُ سَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْنُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ قَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ فَرَجَمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَجَمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّلَاثَةَ فَجَاءَ يَحْنُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ هَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَتَكَ تَزَعُمُ لَا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ دَعْنِي أَعْلَمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا قُلْتُ مَا هُوَ قَالَ إِذَا أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَفْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ قَالَ مَا هِيَ قُلْتُ قَالَ لِي إِذَا أُوتِيَ إِلَى فِرَاشِكَ فَافْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) وَقَالَ لِي لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَفْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَخْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطَبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لَا قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ ۝

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে রমায়ানের যাকাত হিফায়ত করার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এক ব্যক্তি এসে আঞ্জলা ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে উপস্থিত করব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি খুব অভাবগ্রস্ত, আমার যিম্মায় পরিবারের দায়িত্ব রয়েছে এবং আমার প্রয়োজন তীব্র। তিনি বললেন, আমি ছেড়ে দিলাম।

যখন সকাল হলো, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরা, তোমার রাতের বন্দী কি করলে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র অভাব ও পরিবার, পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়, তাই তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, সাবধান! সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। ‘সে আবার আসবে’ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ উক্তির কারণে আমি বুঝতে পারলাম যে, সে পুনরায় আসবে।

কাজেই আমি তার অপেক্ষায় থাকলাম। সে এল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্র সামগ্রী নিতে লাগল। আমি ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। কেননা, আমি খুবই দরিদ্র এবং আমার উপর পরিবার-পরিজনের দায়িত্ব ন্যস্ত, আমি আর আসব না। তার প্রতি আমার দয়া হল এবং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকাল হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরাইরাহ! তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে তার তীব্র প্রয়োজন এবং পরিবার-পরিজনের কথা বলায় তার প্রতি আমার দয়া হয়। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, খবরদার সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। তাই আমি তৃতীয়বার তার অপেক্ষায় রইলাম।

সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভর্তি করে খাদ্য সামগ্রী নিতে লাগল। আমি তাকে পাকড়াও করলাম এবং বললাম, আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে অবশ্যই নিয়ে যাব। এ হলো তিনবারের শেষবার। তুমি প্রত্যেকবার বল যে, আর আসবে না, কিন্তু আবার আস। সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দেব। যা দিয়ে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। আমি বললাম, সেটা কী?

সে বলল, যখন তুমি রাতে শয্যায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে। তখন আল্লাহর তরফ হতে তোমার

জন্যে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে এবং ভোর পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। কাজেই তাকে আমি ছেড়ে দিলাম। ভোর হলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, গত রাতের তোমার বন্দী কী করল? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! সে আমাকে বলল যে, সে আমাকে কয়েকটি বাক্য শিক্ষা দেবে যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে লাভবান করবেন। তাই আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি।

তিনি আমাকে বললেন, এই বাক্যগুলো কী? আমি বললাম, সে আমাকে বলল, যখন তুমি তোমার বিছানায় শুতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) প্রথম হতে আয়াতের শেষ পর্যন্ত পড়বে এবং সে আমাকে বলল, এতে আল্লাহর তরফ হতে তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবেন এবং ভোর পর্যন্ত তোমার নিকট কোন শয়তান আসতে পারবে না। সাহাবায়ে কিরাম কল্যাণের জন্য বিশেষ লালায়িত ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, এ কথাটি তো সে তোমাকে সত্য বলেছে। কিন্তু হুশিয়ার, সে মিথ্যুক। হে আবু হুরাইরাহ! তুমি কি জানো, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথাবার্তা বলেছিলে। আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, না। তিনি বললেন, সে ছিল শয়তান। (সহীহুল বুখারি; ২৩১১)

৬। সূরা নাস, ফালাক, ইখলাস পাঠ করা

৭। সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পাঠ করা -

আবু মাসউদ আল- আনসারী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারাহর শেষ দুই আয়াত তিলাওয়াত করবে, তার জন্য সেই দুই আয়াত যথেষ্ট হয়ে যাবে।

সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত:

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا يَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ * غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. ۝ لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۚ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا

لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَاعْفِرْ لَنَا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

৮। সূরা মুলক তিলাওয়াত করা।

খাবার খাওয়ার সুন্নত সমূহ:

১। খাওয়ার পূর্বে দুই হাত কজি পর্যন্ত ধোয়া, কুলি করা-

পানাহারের সময় পালনীয় সুন্নাহ :

১। খাওয়ার পূর্বে দুই হাত ভালোভাবে ধোয়া: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجُرْجَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ الْمَعْنِيِّ، وَاحِدٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ يَغْنِي الرُّمَانِيَّ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَنِي بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بَرَكََةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو عِيسَى لَا نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ . وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَأَبُو هَاشِمٍ الرُّمَانِيُّ اسْمُهُ يَحْيَى بْنُ دِينَارٍ . ۝

সালমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমি তাওরাত কিতাবে পড়েছি, খাওয়ার পর ওযু করার মধ্যেই খাওয়ার বারকাত আছে। আমি ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে বললাম এবং আমি তাওরাত কিতাবে যা পড়েছি তাও তাকে জানালাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ খাওয়া-দাওয়ার আগে ও পরে ওযু করার মধ্যেই বারকাত আছে। (সুনানুত তিরমিজি :১৮৪৬)

২। খাবার গ্রহণের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা ও ডান হাত দিয়ে খাবার খাওয়া-

উমার ইবনু আবু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আসলেন। তখন তার সামনে খাবার বিদ্যমান

ছিল। তিনি বললেনঃ হে বৎস! এগিয়ে আস, বিসমিল্লাহ বল, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের খাদ্য হতে খাও।(সুনানুত তিরমিজি :১৮৫৭)

আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ আহার করতে বসলে যেন বিসমিল্লাহ বলে খাবার শুরু করে। সে যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায় তবে যেন বলেঃ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ

খাবারের শুরুতে আল্লাহর নাম শেষেও আল্লাহর নাম।(সুনানু আবু দাউদ:৩৭৬৭)
৩।দস্তুরখান বিছিয়ে খাবার খাওয়া-

"আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও 'সুকুরজা' অর্থাৎ ছোট ছোট পাত্রে আহার করেছেন, তার জন্য কখনও নরম রুটি বানানো হয়েছে কিংবা তিনি কখনো টেবিলের উপর আহার করেছেন বলে আমি জানি না। ক্বাতাদাহকে জিজ্ঞেস করা হলো, তাহলে তাঁরা কিসের উপর আহার করতেন। তিনি বললেনঃ দস্তুরখানের উপর।"(সহীহুল বুখারি:৫৩৮৬)

৪।বাম হাত দিয়ে না খাওয়া

৫।পরে যাওয়া খাবার তুলে খাওয়া।

৬।খাবারের দোষ ত্রুটি না ধরা।

খাওয়ার শেষে দোয়া পড়া:আবু সাঈদ আশাজ্জ (রহঃ) আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কিছু আহার করতেন বা পান করতেন তখন বলতেনঃ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ

সব তারীফ আল্লাহরই যিনি আমাদের আহার করিয়েছেন। আমাদের পান করিয়েছেন এবং আমাদের মুসলিম করেছেন।(সুনানুত তিরমিজি :৩৪৫৭)

ব্যক্তিগত জীবনে পালনীয় আরও কিছু সুন্নাহ :

- ১। সমস্ত কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা
- ২। ভবিষ্যতে কিছু করতে চাইলে ইনশা আল্লাহ বলা
- ৩। উত্তম কিছু দেখলে মাশা আল্লাহ বলা
- ৪। কৃতজ্ঞতা জানাতে জাজাকাল্লাহু খাইরান বলা
- ৫। ফজরের নামাজের পর নামাজের জায়গায় বলে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাসবিহ তাহলিল করা
- ৬। সপ্তাহে দুটি(সোম বার, বৃহস্পতিবার) ও আইয়ামের বীজের রোজা রাখা।
- ৭। রাতে দ্রুত ঘুমানো
- ৮। সাহরিতে খেজুর খাওয়া
- ৯। মিসওয়াক করা

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ই আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তার ঘরে ছিলো ভালোবাসা, সম্মান, সহানুভূতি, দয়া।

তিনি শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে কাঁধে বসিয়ে হাঁটতেন, নাম ধরে ডাকতেন। তিনি শিশুদের স্নেহ করতেন, আদব শেখাতেন। এক সাহাবি বলেছিলেন, “আমি কখনো আমার সন্তানকে চুমু দিইনি।” রাসূল (সা.) বললেন, “আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া তুলে নিয়েছেন, তাহলে আমি কী করব?”

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবন মুমিনের জন্য দিকনির্দেশনা। নিজেকে মুমিন মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে চাইলে নিজের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুন্নতকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিতে হবে। নয়তো জীবনে সফলতা অর্জন করা যাবে না। কখনো আল্লাহ তা আলা আমাদের সকলকে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সকল সুন্নত মেনে চলার এবং নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুক। আমিন।

চরিত্র গঠনে সুন্নত

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। উত্তম চরিত্রের সকল গুণাবলিই আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলের মধ্যে দিয়েছিলেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চারিত্রিক বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা নিজে প্রশংসা করে বলেছেন

-

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা কালাম; আয়াত-০৪)

আর রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে এরশাদ করেছেন -

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَلَاحَ الْأَخْلَاقِ

উত্তম আদর্শের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমাকে রাসূল করে পাঠানো হয়েছে (মুসনাদে আহমদ; ৮৯৫২)

উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হলে সর্বপ্রথম রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নত সম্পর্কে জানতে হবে এরপর তা ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ করতে হবে। সুন্নত না জানলে আমরা কখনোই জানতে পারবো না যে কোন পরিস্থিতিতে কেমন আচরণ করতে হয়। কেমন করে নিজেকে একজন সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হয়। রাগের সময় কিভাবে নিজের জবানকে হেফাজত করতে হয় এর শিক্ষা আছে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নতে। কিভাবে খােদম-খাদেমাদের সাথে আচরণ করতে হয় এর শিক্ষাও আছে সুন্নতেই। আমরা কখনোই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবো না যতক্ষণ না আমরা সুন্নত থেকে শিক্ষা নিবো।

রাসূল ﷺ উত্তম চরিত্র ও সুউচ্চ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। কোরআনের শিক্ষাই ছিলো তার আদর্শ। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন-

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

“তাঁর আদর্শ ছিল কুরআন।” (মুসনাদ আহমদ; ২৪৬০১)

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা যা বলেছেন তার সম্পূর্ণটাই রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুসরণ তার সুন্নতের অনুসরণ করা মানে সয়ং আল্লাহ তায়ালা আদেশের

অনুসরণ করা। আল্লাহ তা আলাহ বিধানকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে সুন্নত অনুযায়ী জীবনকে সাজাতে হবে। চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই উত্তম নমুনা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَيْعِيُّ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ ، فَمَا قَالَ لِي أَفٍ قَطُّ ، وَمَا قَالَ لَشَيْءٍ صَنَعْتُهُ ، لِمَ صَنَعْتُهُ ، وَلَا لَشَيْءٍ تَرَكْتُهُ ، لِمَ تَرَكْتُهُ ؟ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا ، وَلَا مَسَسْتُ خَرًّا وَلَا حَرِيرًا ، وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلَيْنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا شَمَمْتُ مِسْكًَا قَطُّ ، وَلَا عِطْرًا كَانَ أَطْيَبَ مِنْ عَرَقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. " ০

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ১০ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছি; কিন্তু এ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমার কোন কাজে 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত করেননি। আমি করেছি এমন কোন কাজের ব্যাপারে তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি যে, কেন করেছি? আর না করার ব্যাপারেও তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি যে, কেন করিনি? চরিত্র মাধুর্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কোন রেশমী কাপড় বা কোন বিশুদ্ধ রেশম বা অন্য কোন এমন নরম জিনিস স্পর্শ করিনি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতের তালুর চেয়ে নরম। আমি এমন কোন মিশক বা আতরের সুবাস পাইনি, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ঘামের ঘ্রাণ হতে অধিক সুগন্ধিময়। (শারহুস সুন্নাহ, হা/৩৬৬৪; দারেমী, হা/৬২; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৩০৫৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/২৮৯৪।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো অশোভনীয় আচরণ করতেন না حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الضُّبَيْعِيُّ ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ، قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَلَمِ بْنِ عَلَوَيٍّْ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ، قَالَ : " وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يَكَاذُ يُؤَاجِهُ أَحَدًا بِشَيْءٍ يَكْرَهُهُ " ، فَلَمَّا قَامَ ، قَالَ لِلْقَوْمِ : " لَوْ قُلْتُمْ لَهُ يَدْعُ هَذِهِ الصُّفْرَةَ. " ০

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোন প্রকার অশোভনীয় কথা বলতেন না। বাজারেও তিনি উচ্চস্বরে কথা বলতেন না। মন্দের প্রতিকার মন্দ দ্বারা করতেন না; বরং ক্ষমা করে দিতেন। অতঃপর কখনো তা আলোচনাও করতেন না। (মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৪৫৬; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা/১৩৮৬২; মুসনাদুত তায়ালুসী, হা/১৬২৩, শু'আবুল ঈমান, হা/৭৯৪৪ সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৬৪৪৩।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কাউকে প্রহার করতেন না
 حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا ضَرَبَ خَادِمًا أَوْ امْرَأَةً " ۝

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাত দ্বারা (ইচ্ছাকৃতভাবে) কাউকে প্রহার করেননি এবং কোন দাস-দাসী বা স্ত্রীলোককেও প্রহার করেননি। (সহীহ মুসলিম, হ/৬১৯৫; আবু দাউদ, হা/৪৭৮৮; ইবনে মাজাহ, হা/১৯৮৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫৯৬৫; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৪৮৮; বায়হাকী, হা/২০৫৭৭; শারহুস সুন্নাহ, হা/৩৬৬৭; শু'আবুল ঈমান, হা/১৩৫৮।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতেন না:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَصِرًا مِنْ مَظْلَمَةٍ ظَلَمَهَا قَطُّ ، مَا لَمْ يُنْتَهَكْ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى شَيْءٌ ، فَإِذَا انْتَهَكَ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ شَيْءٌ كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا ، وَمَا خَيْرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ ، إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، مَا لَمْ يَكُنْ مَأْتَمًا . "

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কখনো নিজের জন্য প্রতিশোধ নিতে দেখিনি, যতক্ষণ না কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করত। অবশ্য যখন কেউ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করত, তখন তাঁর ন্যায় অধিক ক্রোধান্বিত আর কেউ হতো না। তাঁকে যদি দুটি কাজের

মধ্যে যেকোন একটির অনুমতি দেয়া হতো, তবে তিনি সহজ কাজটি বেছে নিতেন, যতক্ষণ না এটাতে কোন গুনাহ হতো।(মুসনাদে হুমাইদী, হা/২৭৪; মুসনাদে আহমাদ, হা/২৫০২৯; মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/৪২২৩; সিলসিলা সহীহাহ, হা/৫০৭; সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, হা/৯১১৮।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারাপ লোকের সাথেও উত্তম আচরণ করতেন:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : " بِنَسِ ابْنِ الْعَشِيرَةِ " أَوْ " أَخُو الْعَشِيرَةِ " ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُ ، فَأَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ ، فَلَمَّا خَرَجَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلْتُ مَا قُلْتَ ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ ؟ فَقَالَ : " يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ . " ۞

২৬৮. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে আসার অনুমতি চাইল। আমি সে সময় তাঁর কাছে বসা ছিলাম। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি গোত্রের কতই না খারাপ লোক! অতঃপর তাকে আসার অনুমতি দেয়া হলো এবং তিনি তাঁর সঙ্গে অতিশয় নরমভাবে কথা বললেন। অতঃপর লোকটি বের হয়ে গেলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! ব্যক্তিটি সম্পর্কে এরূপ কথা বললেন, আবার তাঁর সাথে বিনম্র ব্যবহার করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আয়েশা! যে লোকের খারাপ ব্যবহারের জন্য লোকজন তাকে পরিহার করে এবং তাঁর থেকে দূরে থাকে, সে সবচেয়ে খারাপ লোক।(আবু দাউদ, হা/৪৭৯৩; আদাবুল মুফরাদ, হা/৩৩৮; শু'আবুল ঈমান, হা/৭৭৪৭; সহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৫৬৯৬; সিলসিলা সহীহাহ, হা/১০৪৯; মুসনাদে আবু ই'আলা, হা/৪৮২৩।)

আলী (রাঃ) এর ভাষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্রের বর্ণনা :

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَجَلِيُّ ، قَالَ : أُنْبَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ مِنْ وَلَدِ أَبِي هَالَةَ زَوْجِ خَدِيجَةَ ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ أَبِي هَالَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، قَالَ : قَالَ الْحُسَيْنُ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْ سِيرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي جُلْسَانِهِ ، فَقَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، دَائِمَ الْبِشْرِ ، سَهْلَ الْخُلُقِ ، لَيِّنَ الْجَانِبِ ، لَيْسَ بِفَطٍ وَلَا غَلِيظٍ ، وَلَا صَخَّابٍ وَلَا فَحَّاشٍ ، وَلَا عَيَّابٍ وَلَا مُشَاحٍ ، يَتَغَافَلُ عَمَّا لَا يَشْتَهُي ، وَلَا يُؤْيِسُ

مِنْهُ رَاجِيهِ وَلَا يُخَيِّبُ فِيهِ ، قَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ مِنْ ثَلَاثٍ : الْمَرَاءِ ، وَالْإِكْثَارِ ، وَمَا لَا يَغْنِيهِ ، وَتَرَكَ النَّاسَ مِنْ ثَلَاثٍ : كَانَ لَا يَذُمُّ أَحَدًا ، وَلَا يَعْيبُهُ ، وَلَا يَطْلُبُ عَوْرَتَهُ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا فِيمَا رَجَا ثَوَابَهُ ، وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلْسَاؤُهُ ، كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ ، فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَارَعُونَ عِنْدَهُ الْحَدِيثَ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ عِنْدَهُ أَنْصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ ، حَدِيثُهُمْ عِنْدَهُ حَدِيثٌ أُولَئِهِمْ ، يَضْحَكُ مِمَّا يَضْحَكُونَ مِنْهُ ، وَيَتَعَجَّبُ مِمَّا يَتَعَجَّبُونَ مِنْهُ ، وَيَصْنُرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ أَصْحَابُهُ ، وَيَقُولُ : إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَأَرْفِدُوهُ ، وَلَا يَقْبَلُ الثَّنَاءَ إِلَّا مِنْ مُكَافِيٍّ وَلَا يَقْطَعُ عَلَى أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ . " ۞

হাসান ইবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ) বলেছেন, আমি আমার পিতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথীদের ব্যাপারে তাঁর আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল ও বিনয় স্বভাবের অধিকারী। তিনি রুঢ়ভাষী বা কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন না। তিনি উচ্চস্বরে কথা বলতেন না, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন না, অপরের দোষ খোঁজে বেড়াতেন না এবং কৃপণ ছিলেন না। তিনি অপছন্দনীয় কথা হতে বিরত থাকতেন। তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না, আবার মিথ্যা প্রতিশ্রুতিও দিতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি দূরে থাকতেন— ঝগড়া-বিবাদ ও অহংকার করা এবং অযথা কথাবর্তা বলা। তিনটি কাজ হতে লোকদেরকে বিরত রাখতেন— কারো নিন্দা করতেন না, কাউকে অপবাদ দিতেন না এবং কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করতেন না। যে কথায় সওয়াব হয়, শুধু তাই বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন উপস্থিত শ্রোতাদের মনোযোগ এমনভাবে আকর্ষণ করতেন, যেন তাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে।

তিনি কথা বলা শেষ করলে অন্যরা তাকে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা জিজ্ঞেস করতে পারত। তাঁর কথায় কেউ বাদানুবাদ করতেন না। কেউ কোন কথা বলা শুরু করলে তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি চুপ থাকতেন। কেউ কোন কথায় হাসলে বা বিস্ময় প্রকাশ করলে তিনিও হাসতেন কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করতেন। অপরিচিত ব্যক্তির দৃঢ় আচরণ কিংবা কঠোর উক্তি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করতেন। কখনো কখনো সাহাবীগণ অপরিচিত লোক নিয়ে আসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, কারো কোন প্রয়োজন দেখলে তা সামাধা করতে

তোমরা সাহায্য করবে। কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি চুপ করে থাকতেন। কেউ কথা বলতে থাকলে তাকে থামিয়ে দিয়ে নিজে কথা আরম্ভ করতেন না। অবশ্য কেউ অযথা কথা বলতে থাকলে তাকে নিষেধ করে দিতেন, অথবা মজলিস হতে উঠে যেতেন, যাতে বক্তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। (শারহুস সুন্নাহ, হা/৩৭০৫।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কোন কিছু চাইলে তিনি কখনো না বলতেন না:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : " مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ : لَا . "

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট কোন কিছু চাইলে তিনি কখনো না বলতেন না। (সহীহ মুসলিম, হা/৬১৫৮; মুসনাদে আহমাদ, হা/১৪৩৩৩; মুসনাদে আবু ইয়ালা, হা/২০০১; মুসনাদুত তায়ালুসী, হা/১৮২৬; মু'জামুল আওসানত, হা/১৩৩৯; মুসনাদে ইমাইদী, হা/১২৮২; শারহুস সুন্নাহ, হা/৩৬৮৫।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَسِيُّ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، حَتَّى يَنْسَلِخَ ، فَيَأْتِيَهُ جَبْرِيلُ ، فَيُعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا لَفِيَهُ جَبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ ِ " .

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন লোকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দানশীল। বিশেষ করে রমযান মাসে তিনি উদারভাবে দান করতেন। এ মাসে জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে আগমন করতেন এবং তাকে পবিত্র কুরআন শুনতেন। যখন তাঁর কাছে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত বেশি দান খয়রাত করতেন, যেন প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ কিংবা মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতো। (সহীহ বুখারী, হা/১৯০২ সহীহ মুসলিম, হা/৬১৪৯; সুনানে নাসাঈ, হা/২০৯৫;

মুসনাদে আহমাদ, হা/৩৪২৫; ইবনে খুযাইমা, হা/১৮৮৯; ইবনে হিব্বান, হা/৩৪৪০; আদাবুল মুফরাদ, হা/২৯২; শারহুস সুন্নাহ, হা/৩৬৮৭।)

আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ অনুধাবন করতে হবে। ব্যক্তিজীবনে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শকে আকড়ে ধরতে হবে এবং তা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে হবে। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতেই রয়েছে সর্বপ্রকার মঙ্গলের সমাহার। আমাদের চরিত্র হতে হবে আমাদের প্রিয় নবী রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মতো। একজন মুমিন কখনো বদচরিত্রের অধিকারি হতে পারে না। মুমিনের ক্রোধর সময়ও তার জবান থাকবে সংযত। একজন মুসলিম কখনো নিজের জবান দ্বারা অন্য মুসলিমকে আঘাত করবে না তার হক নষ্ট করবে না। ঘরে স্ত্রী সন্তানদের সাথে সবথেকে উত্তম আচরণ করবে। আমরা কখনোই উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে পারবো না যদি না আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাতের অনুসরণ করি সে অনুযায়ী নিজের চরিত্র গঠন করি। চরিত্র গঠনে সুন্নাতের ভূমিকাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

সচ্চরিত্রের গুরুত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে নবীজী বলেন,

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

তোমাদের মাঝে উত্তম সে, যে চরিত্রবান। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩২১)

অন্য হাদীসে নবীজী বলেন,

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا

যার চরিত্র সব চেয়ে ভালো, কেয়ামতের দিন সেই হবে আমার কাছে সবার চেয়ে প্রিয়। (সুনানে তিরমিযি, হাদীস নং ২০১৮)

একটি হাদীসে নবীজী বলেন,

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ

কেয়ামতের দিন মিয়ানের পাল্লায় সচ্চরিত্র সবচে বেশি ওজনী ও ভারী হবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২০০২)

আরেক হাদীসে এসেছে,

أَكْثَرُ مَا يُلْجُ بِهِ الْإِنْسَانُ الْجَنَّةَ: تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ

খোদাভীতি ও নেক চরিত্র এমন এক গুণ, যার উসিলায় অধিক হারে মানুষ জান্নাতে যাবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৯০৯৬)

অন্য এক হাদীসে এসেছে,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرَكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةً الصَّائِمِ الْقَائِمِ

একজন চরিত্রবান মুমিন দিন ভর রোযা আর রাতভর নফল নামায পড়ার সওয়াব লাভ করে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৯৮)

অর্থাৎ যে সৌভাগ্যবানের ঈমান রয়েছে, নির্ধারিত ফরজগুলি যে আদায় করে চলে এবং যার চরিত্র ভালো, কিন্তু সে তত বেশি নফল রোযা-নামায করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তাকে সব সময় রোযা-নামাযে নিমগ্ন ব্যক্তির সমান সওয়াব দান করেন।

ইবাদত কবুলে সুন্নাহর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করল, যাতে আমার নির্দেশ (সুন্নাহ) নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত’ (মুসলিম : ১৭১৮)। সুতরাং কুরআন এবং হাদিস দ্বারা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় যে, ইবাদত কবুলের অন্যতম এবং প্রধান শর্ত হলো সুন্নাহ। সুন্নাহবহির্ভূত ইবাদত পানিশূন্য ডাবের মতো, দেখতে যদিও সুন্দর কিন্তু সওয়াবের দিক থেকে শূন্য। অতএব মুমিনের জন্য জরুরি বিষয় হলো, যেকোনো কাজ করার আগে হিসাব করতে হবে, এ ব্যাপারে প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাহ কী? বা কাজটি সুন্নাহসম্মত কি না? সুন্নাহ পাওয়া গেলে করা, না পাওয়া গেলে ছেড়ে দেওয়া। সুন্নাহর বিপরীত বলে সহজভাবে কোনো আমল করতে থাকা সুন্নাহকে অবজ্ঞা করার নামান্তর। আর সুন্নাহকে অবজ্ঞাকারী সওয়াব তো দূরে থাক বিশ্ব নবী (সা.)-এর মহব্বতের দাবিদারই হতে পারবে না।

এ জন্যই একজন মুমিন জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে যদি এ চিন্তা করতে পারে, আমি যে কাজটি করতে যাচ্ছি, তা রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহসম্মত কি না? বা আমার কাজটি প্রিয়নবী (সা.)-এর সুন্নাহর বিপরীত হয়ে যাচ্ছে কি না? শুধু এতটুকু প্রশ্ন

কারও বিবেক করতে শিখলে, তার জীবনে সুন্নাহর বিপরীত কোনো কাজ হবে না। আর যদি কেউ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাহকে প্রাধান্য দিতে পারে, সে হবে খাঁটি মুসলিম। প্রত্যেকেই যেন তার জীবনকে সুন্নাহ দ্বারা সাজাতে পারে।

উপসংহার

একটি আলোকিত জীবন তখনই গড়ে উঠে, যখন সেই জীবনের প্রতিটি ধাপ হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের আলোকে। ব্যক্তির হৃদয়, মন, বোধ এবং চেতনায় যদি সুন্নাত প্রবাহিত না হয়, তবে বাহ্যিক আড়ম্বরে সৌন্দর্য থাকলেও অন্তরে থাকবে অন্ধকার। সুন্নাত হচ্ছে সেই আল্লাহপ্রদত্ত দীপ্ত পথ, যা কেবল সময় নয়, চিরকাল অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে পথ দেখিয়ে এসেছে। একজন মুমিনের জীবন শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কিংবা কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম নয়; বরং তা হচ্ছে এক সুন্নাহময় চলার ধারা— যেখানে ঘুমানো, খাওয়া, হাঁটা, কথা বলা, পরিবারের সাথে আচরণ, এমনকি দুঃখ-সুখ, হাসি-কান্না— সবই রাসূলের শেখানো নিয়মে ঢেলে সাজানো। এই সাজানোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে পরিপূর্ণতা, শান্তি, বরকত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আজকের এই যান্ত্রিক যুগে, যখন চারদিকে কৃত্রিমতা, যখন মানুষ প্রভাবিত হয় মিডিয়া ও বাজারের বাহ্যিক রঙে— তখনও যদি কেউ নিঃশব্দে সুন্নাতের চাদরে নিজেকে মুড়ে ফেলে, সে হয়ে উঠে ভিন্ন এক সত্তা। সে হয় আল্লাহর প্রেমে নিবেদিত, রাসূলের ভালোবাসায় ডুবে থাকা একজন সৌভাগ্যবান। এই জীবনই প্রকৃত সফল জীবন, যেখানে প্রতিটি পদক্ষেপ রাসূলের পথের অনুসরণ। সুন্নাত কেবল ঐতিহাসিক কোনো স্মৃতিচিহ্ন নয়, বরং তা হলো জীবনের শুদ্ধতম সংস্কৃতি— সবচেয়ে আলোকোজ্জ্বল আদর্শ। যে জীবন সুন্নাতবিহীন, তা এক রকম শূন্যতার আর্তনাদ; আর যে জীবন সুন্নাতভিত্তিক, তা স্বর্গীয় প্রশান্তির প্রতিচ্ছবি। তাই, প্রয়োজন আমাদের অন্তরকে সুন্নাতের ভালোবাসায় রাঙানো, মনকে আল্লাহর রাসূলের আদর্শে গড়া, এবং প্রতিদিন প্রতিটি কাজে সেই পবিত্র অনুকরণকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। কেবল

তাহলেই আমাদের ব্যক্তি জীবন হবে সফল, হবে আলোকিত, হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে নিবেদিত।

একটি হৃদয়স্পর্শী দোয়া-

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَحِبُّونَ نَبِيَّكَ، وَيَتَّبِعُونَ سُنَّتَهُ، وَيَحْيُونَ بِهَدْيِهِ، وَيَمُوتُونَ عَلَى آثَرِهِ، وَيَبْعَثُونَ فِي زَمَرَتِهِ.

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা আপনার নবীকে ভালোবাসে, তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করে, তাঁর পথের আলোতে জীবন পরিচালনা করে, তাঁর আদর্শে মৃত্যু বরণ করে এবং কিয়ামতের দিন তাঁর সঙ্গেই উঠানো হয়। সুতরাং ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি পারত সুন্নাহকে ধারণ করা মানে — জীবনকে অর্থপূর্ণ করা, সময়কে বরকতময় করা, মৃত্যুকে সার্থক করা এবং চিরজীবনকে আলোকিত করা। আল্লাহ তা আলা আমাদের সকলকে ব্যক্তিজীবনে সুন্নতের গুরুত্ব বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফিক দান করুক।